ভুবন বোষ্টুমী

(গল্পগ্রন্থ – উপলখণ্ড)

ওই পথে ভুবন বোষ্টমী যেত।

অনেকদিন গ্রামের এ পথে হাঁটিনি। এই ঝোপে ঝোপে ঘেঁটুফুলে ভর্তি ফাল্গুন-অপরাহ্ণে গ্রামের পিছনকার মাঠ ও বনের মধ্যেকার সুঁড়িপথের ধারে দাঁড়িয়েছি এসে হঠাৎ আজ বেড়াতে বেড়াতে। পঁচিশ বছর এ পথে পা দিইনি—সেই বাল্যকালে আসতাম খেলাধুলো করতে আপনমনে বনের ধারে। ওই পথটা নদীর ঘাটে যাবার। আমার ছেলেবেলায় বোষ্টমপাড়া ও জেলেপাড়ার লোকে ওই পথ ধরে নদীর ঘাটে যেত—এখনও বোধ হয় যায়। আমি গ্রামে বহুকাল পরে ফিরেছি এ বছর ফাল্গুন মাসে। মাঠের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে এই অপরাহ্ণে এসে পড়েছি এই জায়গাটাতে।

প্রথমটাতে চিনতে পারিনি, তার পরেই মনে হলো, ও, ওই সেই ছিরেপুকুরের ধারের পথ! ওদিকে বেলেডাঙার বাঁওড়ের ধারের বট-অশ্বত্থের ছায়াস্নিগ্ধ তীর। আম্রমুকুলের ঘন সুবাস সন্ধ্যার বাতাসে। পৃথিবীর বসন্ত আজ কি অপূর্ব রূপেই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে আমার চোখের সামনে। একটা বেলগাছ (যুগলকাকাদের বেলগাছ, এটা তাঁদেরই জমিতে অবস্থিত, ছেলেবেলা থেকেই জানি), পাকা পাকা বেল ঝুলছে। কত বেল কুড়িয়ে নিয়ে যেতাম এখান থেকে ছেলেবেলায়। বেশ ভাল বেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ভুবন বোষ্টুমীর কথা মনে পড়ল কেন?

সে এ পথে যেত, এই বিকেলবেলা ওই বনঝোপ-ঘেরা সরু ছায়াস্নিগ্ধ পথটি বেয়ে রাংচিতে বন ও গাবভেরেণ্ডা গাছের পাশ কাটিয়ে। ঝরা শুকনো বাঁশপাতার রাশপা দিয়ে মচমচ করে মাড়াতে মাড়াতে, ওই মাদার গাছের তলায় পড়া হলদে হলদে মাদার ফুলের কুঁড়ির সুবাস আঘ্রাণ করতে করতে, এ পথ দিয়ে নদীর ঘাটে গা ধুতে যেত ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে।...

ভুবন বোষ্টুমীকে ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগেই দেখতাম। ফর্সা খাটোমত মানুষটি। বেশ শান্ত মুখশ্রী, কানে ছিল সেকেলে মাকড়িহাতে কাঁচের চুড়ি। বয়স আমার মায়ের সমান হবে, দু-এক বছরের কমবেশি না হতে পারে এমন নয়। আমি তখন আট বছরের ছেলে, ন বছরের ছেলে, দশ বছরের ছেলে।

জীবনের ওই তিনটি বছর পরে আর কখনও তাকে দেখিনি।

ভুবন বোষ্টুমী আমাকে বলত, হ্যাঁগা বামুনদের খোকা, তুমি একা বনে বনে কি কর?

আমি সলজ্জ সুরে বলতাম—এই—

—বাবাঠাকুর যেন আমার কি! যাও যাও, বাড়ি যাও।এখানে বড় শেয়াল বেরোয়। ছেলেমানুষ, এখানে থাকে না। যাও—

—যাচ্ছি।

—আমি এগিয়ে দিয়ে আসব তোমায় খোকা?

—না, আমি পারি যেতে।

—থেকো না। চলে যাও। বামুন দিদি বকবে। নক্ষি ছেলে—যাও মানিক—

—আর একটু খেলা করব?

—না। একা বনের ধারে তোমার কি খেলা বাবা? বড় শেয়াল বেরোয় এখানে।

—বড় শেয়াল তো দেখিনি—সব ছোট শেয়াল।

—তা নাগো খোকা। বড় শেয়াল হলো সেই যার নাম করতে নেই সন্ধ্যেবেলা।

—বাঘ?

—নাম করে না, নাম করে না, দুষ্টু ছেলে!

এই রকম টুকরো কথা হয়তো হয়েছিল কোনো এক বিকেলে।

দু-চারদিন হয়তো—তার বেশি নয়।

প্রায়ই তাকে দেখতাম, ঘড়া-কাঁখে নদীর ঘাটে যেত এমনই বিকেলে। সে কেন, বোষ্টমপাড়ার জেলেপাড়ার কত বৌ-ঝি যেত।

এই পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ নিতান্তই সামান্য।

ভুবন বোষ্টুমীর ইতিহাস যতদূর আমার জানা আছে বা পরে বড় হয়ে শুনেছিলাম, তার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু ছিল না। সে ছিল গোপীনাথ বৈরাগীর বিবাহিতা স্ত্রী। গোপাল পরামানিকের বাড়ির পেছনে ওদের দুখানা মেটে ঘর ছিল। চাষবাস জমিজমার সামান্য আয়ে সচ্ছল ভাবেই সংসার চলত—নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রীর ঝামেলাবিহীন সংসার। ভুবনের মুখখানা ছিল সুন্দর, কারণ ওর মুখ আমি মনের চোখেস্পষ্ট দেখতে পাই। তবে ভয়ানক রকমের সুন্দর কিছু নয়, পাড়াগাঁয়ের মধ্যে পাঁচ প্যাঁচ ধরনের চেয়ে একটু ভাল।

ভুবন বোষ্টুমীর সম্বন্ধে আর একটা কথা মনে আছে, কেউ তার চরিত্র সম্বন্ধে কোনোঅপবাদ দেয়নি। অথচ ও-পাড়ার অধিকাংশ ঝি-বৌ সম্বন্ধে সেই ছেলেবেলাতেই কত কানাঘুষো আমার কানে গিয়েছিল। পাড়াগাঁ জায়গা, পরের এতটুকু ছিদ্রও চোখ এড়ায়সেখানে। এর কারণ অবিশ্যি এ নয় যে পাড়াগাঁয়ের সব লোকই হিংসুক বা নিন্দুক। এর বড় কারণ এই যে, এই সব পল্লীগ্রামে লোকের আমোদ-কৌতুকের কোনো বড় পথ নেই—যেমন আছে শহরে, ফুটবল খেলা বা সিনেমা বা রাজনীতি আলোচনার মধ্যে। কি নিয়ে এরা সময় কাটায়? এর-ওর ঘরের মুখরোচক কুৎসা-নিন্দা না নিয়ে থাকলে অবসর-বিনোদনের অন্য পন্থা কই? সুতরাং দোষ এদের দেওয়া যায় না সেজন্যে।

এ হেন গ্রাম্য আলোচনার মজলিশেও ভুবন বোষ্টুমীর নামে কোনো অপবাদ শুনিনি। বরং সকলে বলত ভুবন খুব ভাল মেয়ে। শান্ত সুশ্রী স্নেহময়ী। এই পর্যন্ত, এর বেশি আর কিছু ওর সম্বন্ধে বলবার আছে বলে আমার মনে হয় না। অতি সাধারণ গ্রাম্য-বধূদের একজন।

ভুবন বোষ্টুমী সম্বন্ধে আর কিছু বলবার নেই আমার। অথচ কেন এতকাল পরে এখানে দাঁড়িয়ে তাকেই আমার প্রথম মনে হলো? এই পথের সঙ্গে, বনফুলের গন্ধের সঙ্গে, ফাল্গুন-অপরাহ্ণের সঙ্গে ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগেকার ভুবন কেন মিশে আছে? আরও কত ঝি-বৌ তো যেত। তারাও মরে হেজে গিয়েছে আজ কত বছর, তাদের কারও কথা মনে কেন ওঠে না? কারও মুখও কেন মনে নেই? অথচ এতকাল পরে চোখ বুজে ভাবলেই ভুবন বোষ্টুমীর মুখ সামনে ভেসে ওঠে, যেমন ভেসে ওঠে আমার মায়ের।

এ কথার জবাব নেই।

আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি বনঝোপ-ঘেরা জনশূন্য পথে, ফুটন্ত ঘেঁটুফুলের ঝাড়ের ধারে। তার পর—কতবার কখনও বসন্তকালে কখনও গরমকালে, এক-আধবার শরৎকালের অপরাহ্ণে ওই পথে বেলগাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি। প্রথম বারের পর আরও অন্ততপক্ষে দশ-বারো বার, কি তার বেশি গত কয়েক বছরের মধ্যে। হয়তো অন্য কথা মনে ভাবতে ভাবতে গিয়েছি—কোনো একটা বই-এর কথা, কি সাংসারিক কোনো সমস্যার কথা, কি অর্থচিন্তা, যাই হোক। কিন্তু যেমন ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, চুপ করে দাঁড়িয়ে মনকে শান্ত সংযত করবার চেষ্টা করছি, অমনি কতবছরের পর থেকে ভুবন বোষ্টুমীর শান্ত সুশ্রী মুখখানা ধীরে ধীরে মনের মধ্যে ফুটে ওঠে। অথচ ভুবন আমার কেউ ছিল না, আমাদের পাড়ার মানুষও ছিল না সে। খুব বেশি যে তার সংস্পর্শে এসেছি বাল্যে তাও নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি মিশেছি যাদের সঙ্গে, তাদের অনেকেই আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন। কতবার ভেবেছি অবাক হয়ে—কেন এমন হয়?

কিছু বুঝতে পারিনি।